Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বরাবর
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়,

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, গত কয়েক মাস যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত এ যাবত কমপক্ষে ৩৪ জন বিভিন্ন সময়ে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে জানা যায় (সূত্র: প্রথমআলো)। এছাড়া নারী নির্যাতন, অপহরণ, গুম, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক ঘটে চলেছে। চলমান এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যাশিত ভূমিকা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। একের পর এক নৃশংস হত্যাকান্ড, অপরহরণ, গুম, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে মনে করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন।

১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। তখন থেকেই আপনার মন্ত্রণালয় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন, পাহাড়ে উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিগত একুশ বছরেও পার্বত্য চুক্তির পূর্ণবাস্তবায়ন হয়নি। তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার ইতিমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর কাছে বেশ কিছু বিষয় হস্তান্তর করেছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। কিন্তু চুক্তির আরও মৌলিক কতকগুলি বিষয় যেমন- স্থানীয় সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা, পর্যটন শিল্প ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের মতন বিষয়গুলি এখনও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

পার্বত্য চুক্তি দীর্ঘ দুই দশকেও পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া ও বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টিকে ঘিরে নানা ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা বারবার সংঘটিত হওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মনে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। আর এ আস্থার সংকটকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহল পাহাড়কে অশান্ত করে রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বারবার অশান্ত হয়ে পড়ছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে। বিশেষ করে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে পাহাড় আরও চরমভাবে অশান্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিমাসে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ ও হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৪ জন নিহত ও অনেকে বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতার পরিবেশ অব্যাহত থাকায় সেখানে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এ অসুস্থ ধারা অব্যাহত থাকলে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র দেশের জন্যও এ পরিস্থিতি মোটেই সুখকর হবে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে,

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

পাহাড়ে চলমান এ সংঘাতকে আর বাড়তে না দিয়ে সেখানকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ জনগণের সাথে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর মধ্যে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর দ্রুত উদ্যোগ করা জরুরি। নইলে যে শান্তির লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই লক্ষ্য অচিরেই হারিয়ে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবি সমূহ তুলে ধরছে-

দাবিসমূহ:

১. *বিগত সময়ে সংঘটিত হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিচার করা হোক;*
২. *ঘটনার শিকার ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক;*
৩. *পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক;*
৪. *পার্বত্য চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়ন করে পাহাড়ে দ্রুত স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনা হোক।*

ধন্যবাদসহ,

সুলতানা কামাল	এলসা স্টামাতোপৌলৌ	মির্না কানিংহাম কেইন
কো-চেয়ারপার্সন	কো-চেয়ারপার্সন	কো-চেয়ারপার্সন

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্স্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরেঞ্জ, টম এস্কিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

অনুলিপি:

১. শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি।
২. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. জেলা প্রশাসক (রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান)।

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org